

# শিক্ষাবঞ্চিত জেলেপাড়ার শিশুরা

ইয়ামিন হোসেন (ভোলা) উত্তর

১৬ জুন ২০২৬, ১২:০০ এএম



নতুন ধারার দৈনিক

**আমাদের সময়**

মেঘনা এবং তেঁতুলিয়া নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা জেলেপাড়ায় ভোরের আলো ফোটার আগেই শুরু হয় কর্মব্যস্ততা। তবে, এই ব্যস্ততা বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও। যেখানে শিশুদের হাতে থাকার কথা ছিল বই-খাতা, সেখানে তাদের হাতে শোভা পাচ্ছে মাছ ধরার জাল আর দাঁড়। দারিদ্র্যের কষাঘাতে ভোলার জেলেপাড়ার অধিকাংশ শিশুই আজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ ধাবিত হচ্ছে চরম অনিশ্চয়তার দিকে।

সরেজমিনে ভোলার সদর উপজেলার ইলিশা, ধনিয়া, রাজাপুর এবং দৌলতখান উপজেলার বিভিন্ন ঘাট ও জেলেপাড়া ঘুরে দেখা যায় এক করুণ চিত্র। ১৫ বছরের শিশু মোস্তাফিজ। স্কুলে যাওয়ার কথা থাকলেও বাবার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যায়।

মোস্তাফিজ জানায়, ‘স্কুলে যাইতে মন চায়, কিন্তু বাবা একা কামাই কইরা সংসার চালাইতে পারে না। নদীতে না গেলে ঘরে চাল জুটে না।’ মোস্তাফিজের মতো এমন শত শত শিশু প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে উত্তাল নদীর ঢেউ মারিয়ে মাছ ধরতে যায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জেলেপাড়ার পরিবারগুলোর আয়ের প্রধান উৎস নদী থেকে মাছ ধরা। কিন্তু গত কয়েক বছর নদীতে কাল্পিত মাছ না পাওয়া, ঋণের বোঝা এবং চড়া সুদে দাদনদারদের খপ্পরে পড়ে পরিবারগুলো চরম অর্থনৈতিক সংকটে দিন কাটাচ্ছে। ফলে, সন্তানদের স্কুলের খরচ চালানো তো দূরের কথা, তিন বেলা খাবার জোটানোই প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোলার জ্যেষ্ঠ গণমাধ্যমকর্মী আহাদ চৌধুরী তুহিন বলেন, শিশুদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও ভোলার এই প্রান্তিক জনপদের শিশুরা সেই অধিকার থেকে অনেক দূরে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কাগজে-কলমে কিছু শিশুর নাম থাকলেও উপস্থিতির হার একেবারেই নগণ্য। বিশেষ করে ইলিশ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা বা জাটকা সংরক্ষণের অভিযান চলাকালে যখন জেলেদের আয় বন্ধ থাকে, তখন এই সংকট আরও প্রকট হয়। সরকারি চালের সামান্য বরাদ্দ দিয়ে বড় পরিবারগুলোর দিন চলে না। ফলে, শিশুরা বাধ্য হয়ে অন্য কোনো শ্রমে জড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে ভোলার সমাজসেবা কমকর্তা দেলোয়ার হোসেন জানান, শুধু সচেতনতা বাড়িয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জেলেপাড়ার শিশুদের শিক্ষার আলোয় ফিরিয়ে আনতে হলে তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। জেলেদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন কর্মসূচি, দাদন প্রথার অবসান এবং চরাঞ্চলগুলোতে মোবাইল স্কুল বা নৈশ বিদ্যালয়ের মতো বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।